সংবাদ

তারিখ 27 JAN 2013
পৃষ্ঠা 22

১৫০ শিক্ষক পদে আছে মাত্র ৬০ জন

# বারান্দায় ক্লাস করছে নওগাঁ সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা

এমআর রকি, নওগাঁ

পর্যাপ্ত অবকাঠামো, শিক্ষক ও ছাত্রাবাস সংকটে নওগাঁ সরকারি কলেজে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। ১৫০ জন শিক্ষক পদে আছেন মাত্র ৬০ জন। শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নিতে না পারায় সিলেবাস শেষ করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। এ অচলাবস্থায় শিক্ষার্থীরা চরম হতাশায় পড়েছে। ২০ হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে চলছে এ কলেজটি কিন্তু প্রয়োজনীয় ক্লাস রুম না থাকায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছেন এসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দফতরে একাধিকবার আবেদন করে কোন ফল হচ্ছে না। নওগাঁ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৬৩ সালে। এখনো থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত কোর্স রয়েছে এখানে। ১৯৯৬ সালে এখানে অনার্স-মাস্টার্স চালু করা হয়। প্রয়োজনীয় লোকবল ও অবকাঠামো না বাড়িয়ে অনার্স-মাস্টার্স চালু করায় কলেজ শিক্ষার্থীরা কোর্স শেষ করতে হিমশিম খাচ্ছে। ২০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ১৫০ জন শিক্ষক থাকার কথা সেখানে রয়েছে মাত্র ৭০ জন। কলেজের অনার্স ফাইনাল বর্ষের ছাত্র আবদুর রউফ সর্দার, নূর আলম, রফিকুলসহ একাধিক শিক্ষার্থী জানান, শিক্ষক সংকট দীর্ঘ দিন থেকে চলছে। এর ফলে নিয়মিত ক্লাস ব্যাহত হয়। বিজ্ঞান ও কলা অনুষদের দুটি ভবন রয়েছে। কিন্তু ২০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য তা পর্যাপ্ত নয়। ক্লাসরুম সংকটে এখানকার শিক্ষার্থীদের রুটিন করেও ক্লাস নেয়া যায় না বলে জানালেন কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান। এর ফলে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সিলেবাস শেষ করতে পারবেন না এমন কথা জানালেন বেশ কিছু শিক্ষার্থী। এদিকে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত হোস্টেল নেই। শত বছরের পুরনো টিনশেড নিয়ে মাত্র ২০০ জনের ধারণ ক্ষমতার ছাত্রাবাস এবং ছাত্রীদের জন্য দুটি ছাত্রীনিবাস রয়েছে। তবে বর্তমানে ছাত্রাবাস বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে চরম ঝুঁকি নিয়ে থাকছে একটি ছাত্রাবাসে শতাধিক ছাত্র। প্রতিটি কক্ষে ৮/১০ জন শিক্ষার্থী গাদাগাদি করে চরম মানবেতর অবস্থায় পড়ালেখা করছে এখানকার ছাত্ররা। অনার্স ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী সাজেদুল ইসলাম, মিঠুন কুমার দেবনাথ সহ বেশ ক'জন ছাত্র জানান, হোস্টেলের রুমগুলো সামান্য বৃষ্টিতে হাঁটু পানি জমে। ওয়ালের ইট এমনিতে খুলে পড়ে তাছাড়া দীর্ঘ দিনের টিনের চালায় বড় বড় ফুটো দিয়ে পানি পড়ে আসবাবপত্র নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া মাত্র আমাদের দুটি টয়লেট পালা করে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজন মিটায়। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির অভাবে ক্লাস নিয়মিত হয় না। তাছাড়া যে সব যন্ত্রপাতি রয়েছে দীর্ঘদিনের ফলে অনেকটা বিকল হয়ে গেছে। ২০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য একটি লাইব্রেরি রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনসহ নেই পর্যাপ্ত বই। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের যেসব অবকাঠামো দরকার তা পুরোটাই শূন্য দেখছে এখানে। শিক্ষার্থীদের সব অভিযোগ স্বীকার করে অধ্যাপক গোলাম রেজা সারোয়ার জানান, সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট দফতরে প্রতি মাসে পত্র দেয়া হচ্ছে। তবে তিনি বলেন তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর কয়েক জন শিক্ষক পেলেও আবাসিক সমস্যা এখনও প্রকট হয়ে আছে। তিনি আরও দাবি করেন শিক্ষার্থীর তুলনায় আরও দুটি ভবন নির্মাণসহ অবকাঠামো বাড়ানো জরুরি হয়ে পড়েছে।

জেলার একমাত্র উচ্চ শিক্ষার এই কলেজটিতে মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে দ্রুত সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এমন প্রত্যাশা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের।